দামুড়হুদাতে সড়ক দুর্ঘটনায় ভ্যান চালক নিহত

দামুড়হুদায় মাইক্রো পাখি ভ্যান মুখোমুখি সংঘর্ষে ভ্যানচালক বৃদ্ধ হারেজ আলী নামে একজন নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৮ দিকে চুয়াডাঙ্গা-দামুড়হুদা সড়কের উজিরপুর মাদ্রাসার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ভ্যান চালক দামুড়হুদার বিষ্ণপুর গ্রামের উত্তর পাড়ার মৃত রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী জানান, অন্যান্য দিনের মত বৃহস্পতিবার সকালে ভ্যান চালক হারেজ আলী বিষ্ণপুর গ্রাম থেকে উজিরপুর মাদ্রাসার এক ছাত্রীকে মাদ্রাসায় নিয়ে আসেন।

ওই ছাত্রীকে মাদ্রাসায় নামিয়ে দিয়ে ভ্যান ঘোরানোর সময় চুয়াডাঙ্গা থেকে দামুড়হুদার অভিমুখে যাওয়া দ্রুত গতির একটি মাইক্রো ভ্যানের সামনে ধাক্কা দিলে ভ্যান চালক হারেজ আলী গুরুতর আহত হয়ে সড়কের উপর ছিটকে পড়ে। এসময় স্থানীয় লোকজন ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা ভ্যান চালককে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবীর জানান, ঘাতক মাইক্রো সহ চালককে আটক করা হয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোন অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গার রামদিয়ায় জাল দলিলে প্রতারণার অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার রামদিয়া গ্রামে জাল দলিলে জমি রেজিস্ট্রি করে প্রতারণাসহ মিথ্যে মামলার হয়রানীর অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া

জোরপূর্বক ওই জমিতে থাকা ২ লাখ ৫৮ হাজার টাকার গাছ কেটে নিয়েছে। গাছ কাটা বাঁধা দেওয়া মিথ্যে মামলায় জড়ানো হয়েছে ভুক্তভোগী জমির মালিক আব্দুল জব্বার আলোক সহ তার ভাই ও স্ত্রী এবং ছেলে। ওই জমিতে কর্মরত প্রতিবেশি শ্রমিক ও তার স্ত্রী এবং মাদ্রাসা পড়ুয়া ছেলের বিরুদ্ধেও মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে।

জানাগেছে, উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের রামদিয়া গ্রামের মৃত আব্দুর বারীর ছেলে আব্দুল জব্বার আলোক তিনি গত ২০০৫ সালে ডা. সাহিদা খাতুনের নিকট থেকে তার পৈত্রিক বন্টনকৃত ৪২ শতক জমি ক্রয় করেন। আলোক প্রবাসে থাকায় তিনি ওই ক্রয়কৃত জমি নাম জারি করতে পারেনি। এসুযোগে প্রতিবেশী মৃত কামরুজ্জামানের ছেলে ইমরান হোসেন সে ২০১৯ সালে ডা. সহিদার বোন শরিফা রশিদকে ভুল বুঝিয়ে ৮ শতক জমির জাল দলিল করেন। প্রথম ক্রয়কৃত জমির মালিক আলোক তার জমি দখল নিতে গেলে তাদের হুমকি-ধামকি দেয় ইমরান ।

এরই একপর্যায়ে চুয়াডাঙ্গা জুডিশিয়াল আমলী দেওয়ানী আদালতে মামলা করেন। দীর্ঘ ২ বছর মামলা চলার পর কোর্ট আলোকের পক্ষে রায় দেন। এছাড়া ইমরানের জমির দলিল জাল (ভুয়া) বলে গণ্য করেন। এর আগে ইমরান জোরপূর্বক ওই জমিতে থাকা প্রায় ২ লাখ ৫৮ হাজার টাকার মূল্যের গাছ কেটে নেয়। গাছ কাটা বাধা দেওয়ায় তাদের দেশীয় অস্ত্রের মাধ্যমে হত্যার হুমকিও দেয় ইমরান গং।

গত কয়েক মাস পূর্বে শ্রমিক নিয়ে তার নিজ জমিতে আগাছা ও বেড়া নির্মাণের চেষ্টা করলে আলোক তার ছেলে আবু বক্কর সিদ্দিক আসিফ, স্ত্রী ডালিয়া খাতুন। এছাড়াও তার জমিতে কর্মরত প্রতিবেশী শ্রমিক তাইজাল, তার স্ত্রী রবুজা, ছেলে সোহাগের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দায়ের করেন। এতে তারা হয়রানীর সম্মূখিন হচ্ছে।

এবিষয়ে ভুক্তভোগী আব্দুল জব্বার আলোক জানান, ক্রয়কৃত জমি দখল দিতে দিচ্ছে না ইমরান। সে ক্ষমতার জোর দেখিয়ে মিথ্যে হয়রানী শিকার করছে। এছাড়া শ্রমিকদেরও মিথ্যে মামলার পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে।

অভিযুক্ত ইমরান হোসেন জানান, গত ২০১৯ সালে শরিফা রশিদের নিকট থেকে ৮ শতক জমি কিনেছি। আদালতে মামলা চলছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

পরিস্থিতি উপলক্ষে ব্রিফিং অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ কর্তৃক আয়োজিত পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে নির্বাচন পূর্ববর্তী আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির করণীয় ও বর্জনীয় উপলক্ষে ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা সভাপতিত্বে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পূর্ববর্তী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে পুলিশের করনীয় ও বর্জনীয় উপলক্ষে অফিসার ফোর্সদের উদ্দেশ্য ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত ব্রিফিং এ পুলিশ সুপার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্ববর্তী সময়ে জেলা পুলিশের সকল সদস্য মনোবল দৃঢ় রেখে নিয়মিত অস্ত্র প্রশিক্ষণসহ কর্ম উদ্দীপনা নিয়ে পেশাদারিত্বের সাথে সতর্কবস্থায় ডিউটি করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

উক্ত ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন(পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) মোঃ নাজিম উদ্দিন আল আজাদ পিপিএম-সেবা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার(দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, ডিআইও-১ ডিএসবি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান, জেলা গোয়েন্দা শাখা অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ, আরআই পুলিশ লাইন্স মোঃ আমিনুল ইসলামসহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসারবৃন্দ।

দর্শনায় দুটি প্রতিষ্ঠানকে ২০

হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ২০ হাজার টাকা জরিমান আদায় করেছে।

আজ বিকাল তিনটার দিকে দর্শনা পৌর এলাকা বাসস্ট্যান্ড গোল চত্বর সংলগ্ন সুরমা বেকারিতে অভিযান চালায়।

এ সময় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার পণ্য উৎপাদন করায় বেকারি মালিককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এরপরই পাশের মিঠাই ঘর মিষ্টির দোকানে মূল্য তালিকা না থাকায় ও মিষ্টির কারখানায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার পূর্ণ রাখাসহ বাঁশি পচা মিষ্টি ফ্রিজজাতকরণের কারণে মিষ্টির দোকানিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করে। এ অভিযান পরিচালনা করেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহাম্মেদ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আনিসুর রহমান ও দর্শনা থানা পুলিশ।

দামুড়হুদায় দেড় কোটি টাকার স্বর্ণসহ সাঈদ ড্রাইভার আটক

দামুড়হুদায় ১ কোটি ৫৪ লাখ টাকার স্বর্ণের তৈরি গহনা ও মোটরসাইকেলসহ এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা ডিবি পুলিশ।

আজ বুধবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা ডিবি পুলিশ স্বর্ণসহ তাকে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এর আগে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দর্শনা- চুয়াডাঙ্গা বাইপাস সড়কের দামুড়হুদা লোকনাথপুর গ্রামের একটি আমবাগান থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক ব্যাক্তি একই উপজেলার লোকনাথপুর গ্রামের দাউদ আলির ছেলে সাইদ হোসেন (৪০)। পরে

লোকজনদের সামনে তার দেহ তল্লাশি করে ছয়টি ছোট বড় প্যাকেট ভর্তি এক কেজি ৬৩৫ গ্রাম স্বর্ণের গহনা ও চোরাচালান কাজে ব্যবহারের আর টি আর ১৬০ সিসি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই দিন সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দর্শনা-চুয়াডাঙ্গা বাইপাস সড়কের দামুড়হুদা লোকনাথপুর গ্রামের একটি আমবাগানে অ্যাম্বুস করা হয়। এ সময় মোটরসাইকেলে একজন ব্যাক্তি পুলিশ দেখে পালানোর চেষ্টা করলে তাকে তাড়িয়ে আটক করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও পরিদর্শন) মো: নাজিম উদ্দিন আল আজাদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের জানান, আটক ব্যাক্তিকে মামলাসহ দামুড়হুদা থানায় হস্তান্তর এবং উদ্ধারকৃত স্বর্নালংকার ট্রেজারিতে পাঠানো হয়েছে।

দর্শনায় ওসি পরিচয়ে সোনার চেইন নিয়ে চম্পট

দর্শনা রেল বাজারের হাশেম প্লাজায় একটি স্বর্নের দোকানে অভিনব কায়দায় ওসি পরিচয়ে প্রায় লক্ষাধিক টাকার (১৩ আনা) স্বর্নের চেইন নিয়ে পালিয়ে যাবার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকাল ৪ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দর্শনা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ হয়েছে।

অভিযোগ সুত্রে জানাযায় গতকাল মঙ্গলবার বিকাল ৪ টার দিকে একজন সাদা পোশাকে পুলিশ পরিচয় দানকারী আমার দোকানে আসে এসে বলে আমি দর্শনা থানা থেকে এসেছি। আমাকে দর্শনা থানার ওসি তদন্ত একটা স্বর্নের চেইন নেবে বলে পাঠিয়েছে। এ সময় দোকানদার তার দোকানে থাকা বিভিন্ন ওজনের অনেকগুলো চেইন দেখায় তার মধ্যে ঐ ব্যাক্তি ১৩ আনা ওজনের একটা চেইন পছন্দ করে। পরে বলে আমি দর্শনা থানার ওসি তদন্তকে দেখিয়ে নিয়ে আসছি।দোকানদার কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই চেইন নিয়ে দর্শনা থানার উদ্দেশ্যে দোকান ত্যাগ করে। পরে দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পর দোকানদারের মনে সন্দেহ জাগে।

এ সময় দোকানদার দ্রত দর্শনা থানায় গেলে উক্ত ব্যাক্তিকে আর খুজে পাওয়া যায়নি। পরে বিষয়টি দর্শনা থানা পুলিশকে জানালে পুলিশ দোকানে এসে সিসি ক্যামেরা দেখে সনাক্ত করার চেষ্টা করে। তবে তার মুখে মাস্ক লাগানো আছে এবং তার কাছে পুলিশের ওয়ালেছ আছে বলে দোকানদার সাংবাদিকদের জানায়।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহা বলেন, ‘এ ধরনের একটি ঘটনার অভিযোগ পেয়েছি। সিসি ফুটেজ দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

চুয়াডাঙ্গার উথলীতে আবারও চলন্ত মাইক্রোবাসে ইট নিক্ষেপ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার উথলী এলাকায় আবারও চলন্ত মাইক্রোবাসে ইট নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৮টার দিকে জীবননগর-দর্শনা আঞ্চলিক মহাসড়কে শিয়ালমারী পশুহাটের উত্তর দিকে কালভার্টের নিকট এ ঘটনা ঘটে। তবে অন্য দিন সড়কের পশ্চিম দিক থেকে ইট নিক্ষেপ করা হলেও কৌশল অবলম্বন করে এবার নিক্ষেপ করা হয়েছে পূর্ব দিক থেকে।

মাইক্রোবাসের মালিক ও চালক জীবননগর পেয়ারাতলার শ্রী বিজয় চন্দ্র সেন বলেন, ‘চুয়াডাঙ্গায় যাত্রী নামিয়ে আমি মাইক্রোবাসটি (ঢাকা মেট্রো-গ-১৩-৩১২৭) নিয়ে মঙ্গলবার রাতে জীবননগরে ফিরছিলাম।

রাত আনুমানিক সাড়ে ৮টার সময় মাইক্রোবাসটি উথলী বিজিবি ক্যাম্প পার হয়ে শিয়ালমারী পশুহাটের আগে অবস্থিত কালভার্টের নিকট পৌঁছালে কে বা কারা সড়কের পাশের বাঁশঝাড়ের মধ্য থেকে রাতের অন্ধকারে আমার মাইক্রোবাসে ইট নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে আমি গাড়িটি নিয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে আসি।’

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এস এম জাবীদ হাসান।

উল্লেখ্য, জীবননগর-দর্শনা আঞ্চলিক মহাসড়কের উথলী এলাকায় এর আগেও মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার, কাভার্ড ভ্যান, অ্যাম্বুলেন্স ও পরিবহন বাসে ইট নিক্ষেপ করা হয়েছে। কারা এ ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে তা এখনও সনাক্ত করা যায়নি। তবে বিএনপির ডাকা প্রথম ধাপের হরতাল থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যানবাহনে রাতের আঁধারে এ ধরনের হামলা করে পালিয়ে যাচ্ছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনার সাথে জড়িতদের আটক করতে কাজ করছে পুলিশ।

জীবননগরে শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

জীবননগর উপজেলায় ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে জীবননগর উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় বক্তারা বলেন, বিজয় দিবস অনুষ্ঠানে অনেকেই বিভিন্ন রঙের পোশাক পরে আসে। এটা খারাপ দেখায়। অনুষ্ঠানে যারা আসবে তারা লাল ও সবুজ পোশাক পরে আসলে ভালো লাগবে।

প্রস্তুতি সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হাসিনা মমতাজের সভাপতিত্ব, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকী, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তিথি মিত্র, জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসএম জাবীদ হাসান।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বাঁকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান, মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব

হোসেন, হাসাদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম, উথলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান, জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সেলিমা আক্তার, জীবননগর উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার আব্দুল জব্বার, জীবননগর প্রেসক্লাবের সভাপতি এমআর বাবু, জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু, জীবননগর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কাজী শামসুর রহমান চঞ্চল, জীবননগর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জালাল উদ্দীন, মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি জীবননগর জোনাল অফিসের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার মো. মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

দর্শনা ঘুঘুডাঙ্গা আশা অফিসের পিওনকে মারপিটের অভিযোগ

দর্শনা ঘুঘুডাঙ্গা আশা অফিসে ঋণ নেওয়ার বিষয়কে কেন্দ্র করে মারপিটের ঘটনা ঘটেছে।এ ঘটনায় আশা এনিজিও অফিসের ম্যানাজার দর্শনা থানায় দায়ের করেছে লিখিত অভিযোগ।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার ৫টার দিকে ঘুঘুডাঙ্গা অফিসে এ মারপিটের ঘটনায় ৩ জনসহ অজ্ঞাত আরো ২/৩ জনকে আসামী আশা সংস্থার কর্মকর্তা মোশারফ হোসেন বাদী হয়ে এ অভিযোগ করেন।

আসামীরা হলেন, দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগী গ্রামের হাশেম আলীর ছেলে দুই রিন্টু মিয়া (৩৫) ও মোঃ রায়হান (৪০) এবং মৃত্য আব্দুল আজিজ শেখ এর ছেলে হাশেম আলী (৬০) ও অজ্ঞাত আরো ২/৩ জন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ৫ ডিসেম্বর বেলা ৩টার দিকে আশা অফিসে হাশেম আলী ও স্ত্রী রোকেয়া খাতুন (৪৫) ঋণ নিতে আসে।

এ সময় তাদের কাগজপত্র ঠিক না থাকায় ম্যানেজার আগামী ১২/১২/২০২৩ তারিখ কাগজপত্র ঠিক করে নিয়ে আসতে বলে। এক সপ্তাহ পরে ঋণ নেওয়ার কথা বলতেই রিন্টু মিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। এসময় অফিসের পিয়ন হাসান আলী তাদের অফিসের বাইরে বের করে দেয়। এর কিছুক্ষন পর আসামী

৩ জনসহ আরো অজ্ঞাত ২/৩ এসে হাসান আলী (৩৬) কে এলোপাতাড়ি কিল,ঘুষি মেরে শরীলে বিভিন্ন স্থানে নীলা-ফোলা জখম করে। এছাড়া বিভিন্ন হুমকি-ধামকি প্রদান ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে চলে যায়।

এ ঘটনায় সংস্থার ম্যানেজার মোশারফ হোসেন বাদী হয়ে দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন।